The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসের আদিবাসী সমাজজীবন একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

SujataMajhi

Former Student . Dept. of Bengali . Shobhit UniversityPurulia, West Bengal, India

Email I'd- sujatamajhi03@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400070

সারসংক্ষেপ

বাংলা কথাসাহিত্যে যে সমস্ত নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রথম জীবনে কিছু কবিতা লিখলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তারাশঙ্করের প্রধান খ্যাতি। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের মাটি ও মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় ইত্যাদি, তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু জন্মসূত্রে জমিদার বংশের সন্তান সেহেতু তিনি লাভপুরে দেখেছেন জমিদারিত্ব সংকট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারদের বিরোধ সর্বোপরি নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব। তিনি ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি। যিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, অনুভূতি ও সহমর্মিতায় আদিবাসী আর্থ মানুষের জীবনের অনেক অজানা কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দী নদীর তীরে চরভূমিকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সাঁওতাল মানুষের অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি যেমন সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তেমন অর্থনৈতিক দূরবস্থায় জমিদার, মহাজন, বণিক সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধ দেখাতে গিয়ে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তের মানুষ জনকেই চিত্রিত করেছেন তার সাহিত্যে।

সূচক শব্দ-

আদিবাসী, সাঁওতাল, ট্রাইব, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সংস্কৃতি, কমল মাঝি।

ভূমিকা-

নানা ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় গোষ্ঠীর রীতি-নীতি, শাসন-অনুশাসন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার-বিচার সংস্কার প্রথার সমন্বয়ে গঠিত আমাদের এই মহান ভারতবর্ষ। প্রাচীন কাল থেকে এখানে রচিত হয়েছে নানা পুরাণ, নানা ধর্মগ্রন্থ, নানা ইতিহাস উহ্নিত এক একটি যুগ অধ্যায়। দেশী-বিদেশী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ক্ষত-বিক্ষত তার মাটি ও মানুষ। সাধারণত ভারতীয় সংস্কৃতিরগৌরবান্বিত অধ্যায় ধরা হয় আর্য জাতি বা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর। তাদের সংস্কৃতির যোগ যতই গৌরবান্বিত হোক না কেন, এখানে বহু উপেক্ষিত পতিত ব্রাত্য জন জাতির সমাজ।

উদ্দেশ্য-

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজ জীবনের চিত্রায়ণের মূল উদ্দেশ্য হলো বীরভূম অঞ্চলের প্রান্তিক, আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সহজ সরল জীবনযাত্রা, তাদের সংস্কৃতি, জমিদারী প্রথা নদীকেন্দ্রিক জীবনযাপন। জমিদার প্রথার পতন ও নতুন যুগের আগমনে সাঁওতাল সমাজের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তার বাস্তব ছবি তুলে ধরা।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

আদিবাসী বলতে কাদের বোঝায়?ভারতবর্ষে আদি বসবাসকারী মানুষই আদিবাসী। অর্থা "আদিম যে বাসিন্দা"।ভারতবর্ষে মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে জাতি বিরাজমানসেইজাতি আদিবাসী নামে পরিচিত।"আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি বিস্তারের ফলে তারা বনে জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর্যরা তাদের নিজের বসতস্থল থেকে বিতাড়িত করে।"সাধারণত যাদেরকে আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয় তারা সকলে আদিযুগ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বসবাস করে না। তারা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করে। কারণ আদিকাল থেকে মানুষরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে কিম্বা খাদ্যের সন্ধানে তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। আবার কখনো নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে হত। বর্তমান সমাজ আদিবাসী বলতে সেইসব জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজস্ব জীবন ধারণের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র অনেকটা অপরিবর্তিত রেখেছে। এর ফলে বিবর্তমান সমাজজীবনে চলার পথে তারা পিছিয়ে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় এরা আদিবাসী। (বিন্দেশ্বর টুডু ২০১৬-২০১৭)

আদিম অধিবাসী অর্থে 'আদিবাসী' শব্দের ব্যবহার। সমাজবিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন আদিবাসীরা প্রাচীন হলেও তাদের এই 'আদিবাসী' নামটা মোটেই প্রাচীন নয়। যতদূর জানা যায়, ঠক্কর বাপ্পা প্রথম এই নামটা তৈরী করেন, পরে গান্ধীজী নামটা ব্যবহার করতে শুরু করেন। ইংরাজী 'ট্রাইব' (Tribes) কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে এটা ব্যবহার হচ্ছে। আদিবাসী জনজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি ইত্যাদি। যাই হোক ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আদিবাসীরাই সমৃদ্ধ করেছে একথা স্বীকার করতেই হয়। অথচ অনার্য জনজাতীর ইতিহাস পঙ্কিল ও অনাদি কাল থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে।

সাঁওতাল পুরাণ সংগ্রাহক স্ক্রেফস্ বুড সাহেবের মতে সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবত: 'সাওনতার' শব্দের অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এ দেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করে। আগে প্রাচীন মেদিনীপুরের এক অংশকে বলা হত 'সাওন্ত' বা 'সামন্তভূমি'।ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সাঁওতাল শব্দটি এসেছে সম্ভবত সংস্কৃত 'সামন্তপাল' কথা থেকে। সামন্তপাল মানে 'সীমান্তরক্ষক'। মধ্য যুগে এই সামন্তপাল কথাটিই সামন্ত-আল ও পরে সাওন্তাল: সাঁওতাল পরিণত হয়।

সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে 'খেরওয়াড়' জনপ্রবাহ থেকে সাঁওতালদের উদ্ভব। সাঁওতালরাও নিজেদের 'খেরওয়াল' বংশ বলে পরিচয় দেয়। স্যার জি এ গ্রিয়ারসন তাঁর 'Linguistic Survey of Indis' গ্রন্থে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজ, কোড়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর ভাষাকে খেরওয়ারী ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। সাঁওতাল, মুন্ডারি, ভূমিজ, কোড়া, টুরি, আসুরি এবং কোরওয়া একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সাঁওতালী কিংবদন্তী অনুযায়ী এই সব আদিবাসীদের একই উস এবং এক সময় এদের সকলকেই 'খেড়ওয়াড়' বা 'খাড়ওয়াড়' বলা হত।

আদিবাসীদের ইতিহাস বলতে বোঝায় তাদের দুর্ভিক্ষ, মহামারি- মড়ক, বিদ্রোহ- প্রতিবাদ প্রতিরোধ, স্থানান্তরকরণ বা বাস্তত্যাগ তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস। আর্যরা তাদের ইতিহাস বেদ পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ করেছে আর অনার্যরা সেখান থেকে বঞ্চিত। স্বভাবত আদিবাসীরা সহজ সরল, শান্ত অথচ জেদি, প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন ও কঠোর পরিশ্রমী। তাদের সহজ ও শান্ত জীবনে যখন তথাকথিত সভ্য সমাজের শোষণ অবহেলার মাত্রা বেড়ে যায় তখন তাদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিশোধ-প্রতিরোধ স্পৃহা। বণিকের মানদন্ড যেদিন রাজদন্ডে পরিণত হল। সেদিন দেশের বাকি মানুষদের মতো আদিবাসী মানুষের ওপরেও নেমে এল নির্মম আঘাত। শাসক গোষ্ঠীর শোষণ পীড়ন বঞ্চনার প্রতিবাদে আদিবাসীদের একসময় স্বাধীনতা রক্ষায় শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সংগঠিত হল সাঁওতাল বিদ্রোহ, রাম্পা বিদ্রোহ, ভীলবিদ্রোহ, মুন্ডাবিদ্রোহ, কোলবিদ্রোহ-এর মতো প্রতিবাদী আন্দোলন। আদিবাসী বিদ্রোহগুলি ঘটেছে মূলত ভূমিকে কেন্দ্র করে। শোষণ পীড়ন জনিত শোক-তাপ-দুঃখ কষ্ট-দুর্ভোগ কারণেই। জমিদারদের অত্যাচার প্রতারণা মূলত আদিবাসীদের অরণ্য কেন্দ্রিক ভূমিকে কেন্দ্র করেই। অরণ্য-পাহাড় আজন্ম লালিত, পালিত আদিবাসীর অক্লান্ত শ্রমে অরণ্য সাফাই করে কিংবা পাহাড় কেটে বসত গড়ে তোলে। তৈরি করে চাষবাস যোগ্য জমি তারপর তাদের এক প্রকার ঠকিয়ে জমিদার মহাজন তা গ্রাস করে। তারা সেই জমির খাজনা বৃদ্ধি করে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করায়। খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হয় সরদারি লড়াই। ভারতীয় মূল আদিবাসীদের উপর বহিরাগত আর্যজাতির অত্যাচার শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার কথা প্রকাশ পেলেও মূল ভারতীয় ভূখন্ডে আদিবাসীদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও গৌরবের দিকগুলি প্রকাশ পায়নি। (ওয়াসিম ইমরোজ এম. ফিল ২০১৭-১৯)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেদনা ও সহমর্মিতার সাথে আদিবাসীদের সমাজজীবনের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেনতাঁর সাহিত্য রাজিতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিরিখে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী সমাজ জীবনের কাহিনী রূপায়ণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ধারার অন্যতম কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার অসাধারন পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, অনুভূতি ও সহমর্মিতায় আদিবাসী সমাজের আর্থ মানুষের জীবনের অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন তার সাহিত্য সৃষ্টিতে। তারাশঙ্কর বীরভূমের লাভপুরে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করে বর্ধিত হয়েছিলেন। এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার ভৌগোলিক, পরিবেশে রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত। এক্ষণে উচ্চবর্ণের মানুষের পাশাপাশি দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর পরিমানে সাঁওতাল, বাগ্দী, দুলে, কাহার, কোল, মুন্ডা, সদগোপ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ জন বসবাস করে আসছে। যেহেতু তিনি নিজে জমিদার বংশের সন্তান সেহেতু তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কীভাবে জমিদারি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। পাশাপাশি নব বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং দিকে দিকে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তখন একদিকে চলছিল গ্রাম্য সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে শহর জীবনের বিকাশ। সমাজের এ নীরব পরিবর্তন তাঁর রচনায় নিখুঁত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি পরম যত্নের সঙ্গে মানুষের মহত্বকে তুলে ধরেছেন।

কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাস প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের কাহিনী। উপন্যাসে কাহিনী অহীন্দ্রকে ঘিরে গড়ে উঠলেও কালিন্দীর চর এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নদীর স্রোতে বয়ে আসা বালি ও পলি মাটি জমে গড়ে ওঠে চর, এর সন্ধান প্রথম পায় যারা প্রকৃতির কুলে মানুষ, যারা প্রকৃত মাটির মানুষ, যাদের জীবনের প্রধান দাবি অন্ন বা খাদ্য, নদীর স্রোত ও চর তাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। তারা হলেন সাঁওতাল আদিবাসী। কালিন্দীর নদীগর্ভ থেকে জেগে ওঠা চরের নতুন মাটিকে ভালোবেসে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে চরকে স্বর্ণ প্রসবিনী আবাদি জমিতে পরিণত করে। উপন্যাসের লেখক জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের বিরোধ ও তার পরিণাম দেখাতে গিয়ে লেখক উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল জাতির প্রসঙ্গ এনেছেন। অহীন্দ্রের কালিন্দীর চর নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রবীন রংলাল ঘাড় নেড়ে জানায় যে-

"অ্যাই দেখেন আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো? উই দেখেন, ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে। ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, ওই বন কেটে আর ওই সব জন্তু-জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে। ওরা কিন্তু ঠিক বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল-কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপনি মগজেই খানিকটা জায়গা-জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে, এইবার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে ওখানে মাঝি বসেছে চাষ হচ্ছে।" কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা এই চরকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে জমিদারের সঙ্গে জমিদারের, জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের আবার কখনো জমিদারের সঙ্গে বণিক শ্রেণীর বিরোধ বেঁধেছে। শেষ পর্যন্ত চর নিয়ে গড়ে ওঠা জমিদারের এই দ্বন্দ্বে চিনি কলের মালিক বিমল মুখার্জীর ক্ষমতারই জয় ঘোষিত হয়েছে। ফলে যে সাঁওতাল একদিন চরের আগাছা-জঙ্গল পরিষ্কার করে সোনার ফসল ফলিয়েছিল সেই সাঁওতালরাই ভূমিহীন হয়ে কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কলকারখানার অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়। সাঁওতালদের এই চরম পরিণতি, অসহায়বোধ জীবনকে তারাশঙ্কর অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাঁর এই কালিন্দী উপন্যাসে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতালদের সংস্কার বিশ্বাস তথা পৌরাণিক কাহিনীকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। চরভূমির সাঁওতাল মোড়ল কমল মাঝি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ না থাকলেও তাদের পুরাণ কথার জ্ঞান অহীন্দ্রকে বিস্মিত করে। কথার প্রসঙ্গে কমল মাঝি অহীন্দ্রকে বলেছে- "হ্যাঁ বাবু, এই যে পিথিবীটি। এই যে ধরতি-মারী-ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তোদের? অহীন্দ্র জানায় পৃথিবী হল গ্রহ বুঝলি? আকাশে রাত্রে সব তারারা ওঠে না? এও তেমনি একটা তারা। আগে পৃথিবী দাউ দাউ করে জ্বলত। যেমন কড়াইয়ে গুড় কি রস টগবগ করে ফোটে তেমনি ফুটত। কিন্তু সাঁওতাল এ কথাই বিশ্বাসী নয়। তাই কমল মাঝি অহীন্দ্রকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছে তাদের বিশ্বাসের কথা। সে মোটা গলায় আরম্ভ করল গান,"

অথ জনম কু ধরতি লেন্ডং
অথ জনম কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়

ধরতি কু ডাবাও-আ-কাদা

ধরতি সানাম কু ডাবাও কিদা।

অর্থা আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। আলো ছিল না। সর্বত্র অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল। কোথাও কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর এই আদি পর্যায়ে অনন্ত জল রাশির উপর ঠাকুর ও ঠাকরান বিরাজ করতেন তাদের বার্তাবাহক ছিলেন লিটা (মারাংবুরু)। ঠাকুর ও ঠাকরান প্রতিদিন

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

স্বর্গপুরী থেকে জলাপুরীতে স্নান করতে নেমে আসতেন এবং ঠাকুর সে সময় কোন না কোন জলচর প্রাণী সৃষ্টি করতেন। এভাবে ঠাকুর জীউ দুটি প্রাণীর সৃষ্টি করলেন ল্যান্ডে (কেঁচো) এবং হর-অ (কচ্ছপ) পরবর্তীকালে এই দুটি প্রাণীর প্রচেষ্টাতেই জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে ভূ পৃষ্ঠে গড়ে উঠেছিল। জলচর প্রাণী সৃষ্টি করার পর ঠাকুরের ইচ্ছা হয়েছিল মানুষ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সিঙ্ সাদম অর্থাৎ সূর্য ঘোড়া ঠাকুরের সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দিলে না। তখন ঠাকুর তাঁর নিজের শরীরের ময়লা দিয়ে দুটি পাখি তৈরী করেন। এর নাম দেন হাঁস ও হাঁসিল। হাঁস (পুরুষ) ও হাঁসিল (স্ত্রী) পাখি। পরবর্তীকালে পাখি দুটি হিহিড়ি পিপিরি নামক জায়গাতে বাসা বাঁধে এবং দুটি ডিম দেয়। সেই ডিম থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সাঁওতালদের মতে এরাই মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতা পিলচুহাড়াম ও পিলচু বুড়হি। এরপর তাদের সাত ছেলে ও আট মেয়ে হয়। এভাবেই কমল মাঝির কথায় সমগ্র পৃথিবী মানুষে ভর্তি হয়ে গেল। সহজ সরল শিক্ষা-দীক্ষাহীন বন্যজাতির এই চিন্তাধারাকে তারাশঙ্কর তার উপন্যাসে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

শিকার প্রসঙ্গ-

অরণ্যের কোলে বসবাসকারী সাঁওতালদের প্রধান উপজীবিকা ছিল শিকার। সাঁওতালরা দলবদ্ধ হয়ে শিকার করে এবং শিকার করা জিনিসটিকে তারা আর পাঁচজনের সাথে সমানভাবে ভাগ করে খায়। সুতরাং শিকার তাদের মধ্যে একটা উৎসব নয়, রীতিমতো একটা সংস্কৃতি। মূলত চরম দারিদ্র ও অন্নাভাব থেকে সাঁওতালরা পশু পাখি শিকার করতে বাধ্য হয়। উপন্যাসে শ্রীবাস পালের কথার উত্তরে চরভূমির অন্যতম সাঁওতাল কাঠের পুতুল নাচের ওস্তাদের কথাতে যা স্পষ্ট। সে বলেছে- "ঘরে চাল নেই, ছেলেপিলে সব খাবে কি? ওই গুলা সব পুড়াইয়ে খাব।"

উৎসব পরব-

সাঁওতালরা দরিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করলেও তারা সারাবছর বিভিন্ন উৎসব- অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। 'কালিন্দী' উপন্যাসেও দেখা যায় যেদিন সাঁওতালদের চরভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন তারা আনন্দে উৎসব পালন করেছে। লেখকের কথায়-

আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়েছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগী, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত! সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা চাষবাস। প্রতি বছর ধান লাগানোর আগে তারা 'বাতুলী' পরব পালন করে। একে তারা 'কদ্ লেতা' ও 'রোওয়া' পরবও বলে থাকে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে মহাজন শ্রীবাস পাল সাঁওতালদের 'বাতুলী' পরব সম্পর্কে জানতে চাইলে মোড়ল কমল মাঝি উৎসাহিত হয়ে বলছে- 'জাহর সারনে'- আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। 'এডিয়াসিম'!- আমাদের মোরগাকে বলে 'এডিয়াসিম' ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা বাড়া হবে উই দেবতাথানে। লিয়ে খেয়ে দেয়ে সব নাচগান করব। তারাশঙ্কর অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে সাঁওতালদের নাচ গান তথা সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন তার 'কালিন্দী' উপন্যাসের বেশ কয়েকটি জায়গায়।

উপন্যাসে শেষদিকে দেখা যায় চিনি কলের মালিক বিমল মুখার্জী ও মহাজন শ্রীবাস পাল সাঁওতালদের সমস্ত জমিজমা, ভিটে মাটি দখল করে কালিন্দী চর থেকে তাদেরকে উৎখাত করলেও তারা কোনোরূপ প্রতিবাদ করেনি। অত্যাচারী লোভী শোষকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করেই তারা নীরবে রাতের অন্ধকারে চর ছেড়ে চলে গেছে। লেখকের কথায়-

"পুরুষ-নারী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুরুষদের কাঁধে ভার, মেয়েদের মাথায় বোঝা, গরু-মহিষের পিঠে ছালায় বোঝাই জিনিসপত্র, নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।" এভাবে তারা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল সাঁওতালরা। যারা যেতে পারল না তারা ক্রীতদাসে পরিণত হল।

কালিন্দী উপন্যাসে মাটির অণুপুঙ্খ বর্ণনা না থাকলেও উপন্যাসে বার বার বর্ণিত হয়েছে চরভূমিটি। লেখক চরভূমির চঞ্চলা রূপটি স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাসের নায়িকা সারীকে যেন তারই আদলে সৃষ্টি করেছেন। দু-জনই বিমলবাবুর কাছে আত্মবিক্রীত হয়ে তান্ডব নৃত্য করে। চর ভূমিটি যেমন সাঁওতাল, জমিদার ও প্রজাদের এবং শেষে বণিক বিমলবাবুকে আকৃষ্ট করেছিল তেমনি সারীও এদের কাউকে আকৃষ্ট করেছিল। সারী চূড়া মাঝিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। তাকে নিয়ে ঘর বেঁধে ছিল। অহীন্দ্রকে ফুল উপহার দিয়েছিল, আর বিমলবাবুর কাছে নিজের আত্ম বিক্রয় করেছিল। বিমলবাবুর অধীনে আসার পর চরভূমি ও সারী পণ্য রমনীর মতই নিত্য তারা অহরহ প্রসাধনে মত্ত। উপন্যাসের শেষে নিঃশোষিত

চরভূমি গ্লানি প্রকাশ পেয়েছে সারীর তান্ডব নৃত্যে-"সেই দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটার রূপ ধরিয়া সর্বণাশীর মত নাচিতেছে।" এভাবেই মাটির মানবী করণ ঘটিয়ে তার আদিম রূপটির বিন্যাশের চিত্র অঙ্কন করেন তারাশঙ্কর। চর ভূমির আদি বাসিন্দা ছিল সাঁওতালরা। ক্রমে প্রজা ও জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি, শেষে বণিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিমলবাবুর, প্রকৃতির বুকে যন্ত্রায়ণের সূচনা। উপন্যাসের চরভূমিটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে সাঁওতালদের সমাজজীবনকে অঙ্কন করলেও 'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখক অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা।

উপসংহার-

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা ভারতের আদিম অধিবাসী বলে পরিগণিত হলেও সভ্য সমাজের শিক্ষিত মানুষের কাছে আজও তারা শোষিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত। অরণ্যের কুলে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে কুসংস্কার, দারিদ্র সংকট আজও দূরীভূত হয়নি। তারা ভূমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের উচ্ছেদ করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সামাজিক দিক থেকে আজও পিছিয়ে রয়েছে। তাদের এই দূরবস্থার মূল কারণ 'কালিন্দী' উপন্যাসের জমিদার ইন্দ্ররায়, মহাজন শ্রীবাস পাল, চিনি কলের মালিক বিমল মুখার্জীর মত মানুষরা। যারা চিরকাল সাঁওতালদের নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে এসেছেন। সমাজের এই নির্দয়- স্বার্থান্বেষী মানুষদের প্রতি তারাশঙ্কর যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তেমনি সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের অহীন্দ্রের চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

Bibliography-

১.বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কররর, 'কালিন্দী', তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১১, সৃষ্টি প্রকাশালয়, কোলকাতা-৯, পৃ-২৯৩

২. ওই পৃ-৩৪৮

৩. ওই পৃ-৩৪৯

৪. ওই পৃ- ৩৬৩

৫. ওই পৃ-৪০৭

৬. ওই পৃ-৪১১

৭. ওই পৃ-৫১০

৮. ওই পৃ-৫২৫

২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৮৭, পৃ- ১৮৬।

৩.দেব সেন, সুবোধ, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১০।

৪. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৯ পৃ- ১৩৩।

৫.বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস, বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)